



14046 - যবে ব্যক্তি রমযানরে শেষে দশদনি ইতকিফ করতে চান তিনি কখন মসজদি প্রবশে করবনে এবং কখন বরে হতে পারবনে

প্রশ্ন

আমি রমযানরে শেষে দশদনি ইতকিফ করতে চাই। আমি জানতে চাই আমি কখন মসজদি প্রবশে করব এবং কখন মসজদি থেকে বরে হতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতকিফকারীর মসজদি প্রবশে ব্র্যাপারে জমহুর আলমে (চার ইমাম আবু হানফি, মালকে, শাফয়ে, আহমাদ) এর অভিমিত হচ্ছ- ২১ রমযানরে রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তরে পূর্বে মসজদি প্রবশে করবনে। এ মতরে পক্ষ্যে তারা নমিনোক্ত দললি দনে:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি রমযানরে শেষে দশরাত্রি ইতকিফ করতনে। [বুখারি ও মুসলমি]

এ হাদসি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রাত্রিতে ইতকিফ করতনে; দিনে নয়। কারণ العشر শব্দটি الليالي শব্দরে تمييزاً আল্লাহ তাআলা বলনে: “দশরাত্রি শপথ” [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২]

শেষে দশরাত্রি ২১ তম রাত থেকে শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ২১ তম রাত্রি সূর্যাস্তরে পূর্বেই মসজদি প্রবশে করবনে।

২- তারা আরও বলনে: ইতকিফকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতকিফ করনে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছ- লাইলাতুল ক্বদর প্রাপ্তি। রমযানরে ২১তম রাত্রি শেষদশকরে একটি বজেডে রাত্রি; তাই এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়ছে। এজন্য এ রাতই ইতকিফ করাটা বাঞ্ছনীয়। [এ কথাটি ইমাম সনিদি রচিতি নাসাঈর হাশিয়াতে রয়ছে; দেখুন: আল-মুগনী ৪/৪৮৯]

তবে সহহি বুখারি (২০৪১) ও সহহি মুসলমি (১১৭৩) কর্তৃক আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদসি আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ইতকিফ করতে চাইতনে তিনি ফজররে নামায পড়ে তাঁর ইতকিফরে স্থানে ঢুকতে যতেনে।



এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পক্ষে অভিমত দিয়ে বেশে কিছু সলফে সালহীন বলেন: ফজরের নামায়ের পর ইতিকাফস্থলে ঢুকতে হবে। এ মতটি সৌদি ফতোয়া বৈধিক স্থায়ী কমিটি গ্রহণ করছেন (১০/৪১১) এবং বনি বায়ও গ্রহণ করছেন (১৫/৪৪২)।

তবে জমহুর আলমে এ দলিলের বিপরীতে দুইটি জবাব দিয়ে থাকেন:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার আগে থেকেই ইতিকাফ শুরু করছেন। তবে তিনি ইতিকাফের জন্য মসজিদে সুনির্দিষ্ট স্থানে ফজরের নামায়ের আগে প্রবেশ করেননি।

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ইতিকাফ করতে চাইতেন তাহলে তিনি ফজরের নামায় পড়ে ইতিকাফস্থলে ঢুকে যেতেন” এ হাদিসাংশ দিয়ে সসেব আলমে দলিল দেন যারা মনে করেন: দিনের শুরু থেকে ইতিকাফ শুরু হয়। আওয়ালি, ছাওর, এক বর্ণনামতে লাইছ এ মতের প্রবক্তা। আর ইমাম মালকে, আবু হানফি, শাফয়ী ও আহমাদের মতে, যদি গোটা মাস অথবা দশদিন ইতিকাফ করতে চায় তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করবে। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উল্লেখিত হাদিসটির অর্থ করেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাকিত্ব গ্রহণ করে ইতিকাফের বিশেষ স্থানে প্রবেশ করছেন ফজরের নামায়ের পর। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ফজরের নামায়ের পর ইতিকাফ শুরু করছেন। বরং মাগরবিরে আগাই তিনি ইতিকাফ শুরু করে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন; আর ফজরের নামায়ের পর নরিজনতা গ্রহণ করছেন। সমাপ্ত

দুই:

হাম্বলি মায়হাবের আলমে কাযী আবু ইয়াল আয়শো (রাঃ) এর হাদিসের একটি জবাব দেন সটেই হচ্ছ- এ হাদিসকে এ অর্থের গ্রহণ করা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমযান ফজরের নামায়ের পর ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন। সনিদি বলেন: কয়্যাসের মাধ্যমে এ জবাবটি জানা যায়। এ জবাবটি অধিক উত্তম এবং অধিক নরিভরযোগ্য। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-৫০১): কখন ইতিকাফ শুরু করা হবে?

জবাবে তিনি বলেন: জমহুর আলমের মতে, ইতিকাফের শুরু হচ্ছ- ২১ রমযান রাত থেকে; ২১ রমযান ফজর থেকে নয়। যদিও কোন কোন আলমে বুখারী কর্তৃক সংকলিত আয়শো (রাঃ) এর হাদিস “যখন ফজরের নামায় পড়লেন তখন তিনি তাঁর ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করলেন” দিয়ে দলিল দিয়ে বলেন: ২১ রমযান ফজর থেকে ইতিকাফ শুরু হবে। তবে জমহুর আলমে এর প্রত্যুত্তর দেন এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করেন; তবে ইতিকাফের নিয়ত করছেন রাতের প্রারম্ভ থেকে। কারণ শেষে দশক শুরু হয় ২০ তারিখ সূর্যাস্ত থেকে। সমাপ্ত



তিনি আরও বলেন (পৃষ্ঠা-৫০৩):

ইতকিফকারী সূর্যাস্তরে পর ২১ রমযান রাত থেকে মসজিদে প্রবেশে করবে। কারণ এটি হচ্ছে- শেষে দশকরে শুরু। আর এটি আয়শো (রাঃ) এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সবে হাদিসের শব্দাবলি বিভিন্ন। সুতরাং সবে হাদিসের যে শব্দ আভিধানিক অর্থের অধিক নকিটবর্তী সবে শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সটেই ইমাম বুখারি কর্তৃক আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (২০৪১) তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকে রমযানে ইতকিফ করতেন। যখন ফজরের নামায পড়া শেষে হত তখন তিনি যে স্থানে ইতকিফ করছেন সবে স্থানে প্রবেশে করতেন।

তাঁর বাণী: “যখন ফজরের নামায পড়া শেষে হত তখন তিনি যে স্থানে ইতকিফ করছেন সবে স্থানে প্রবেশে করতেন” এ বাণীর দাবী হচ্ছে- এ প্রবেশের পূর্ববর্তী তিনি অবস্থান করছেন। অর্থাৎ তিনি ইতকিফের সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন। আর তাঁর বাণী: “তিনি ইতকিফ করছেন” এটি অতীত কালরে ক্রিয়া। অতীত কালরে ক্রিয়ার মূল রূপ হচ্ছে- এর আসল অর্থে ব্যবহার করা। সমাপ্ত

দুই: পক্ষান্তরে ইতকিফ থেকে বের হওয়ার সময়:

রমযানের সর্বশেষে দিনের সূর্যাস্তরে পর মসজিদ থেকে বের হতে হয়।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইতকিফকারী কি ঈদ-রাত্রির সূর্যাস্তরে পর ইতকিফ থেকে বের হবে; নাকি ঈদের দিন ফজরের পর বের হবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

রমযান মাস শেষে হওয়ার পর ইতকিফকারী ইতকিফ থেকে বের হবে। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্তরে মাধ্যমে রমযান শেষে হয়ে যাবে। ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-৫০২) সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/৪১১) এসেছে-

রমযানের দশদিনের ইতকিফ রমযানের শেষদিনের সূর্যাস্তরে মাধ্যমে শেষে হবে।[সমাপ্ত]

আর যদি ফজর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে ইতকিফ থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে যেতে চান এতও কোন অসুবিধা নাই। কিছু কিছু সলফে সালহীন এটাকে মুস্তাহাব বলছেন।

ইমাম মালিকে বলেন: তিনি কিছু কিছু আলমেককে দেখেছেন তাঁরা রমযানের শেষে দশদিন ইতকিফ করলে মানুষের সাথে ঈদের নামায পড়ে তারপর তাদের পরবীরের নকিট ফরিয়ে আসতেন। মালিকে বলেন: পূর্ববর্তী মর্যাদাবান আলমেদের থেকে এটি



বরণতি আছে। এ মাসয়ালায় এটি আমার নকিট অধিক প্রয়ি।

ইমাম নববী ;আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

ইমাম শাফয়েি ও তাঁর ছাত্রগণ বলেন: যবে ব্যক্তরি মযানরে শেষে দশদিনরে ইতকিফরে ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে চায় তার উচতি সূর্যাস্তরে আগে ২১ রমযান রাতে মসজদি প্রবশে করা। যাতে করে, শেষে দশদিনরে কোন অংশ তার ছুটে না যায়। ঈদরে রাত্ররি সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মসজদি থেকে বরে হবে। এক্ষত্রে রমযান মাস পূর্ণ ৩০ দিন হোক অথবা অপূর্ণ হোক। উত্তম হচ্ছ- ঈদরে রাত্রতি মসজদি অবস্থান করা; যাতে করে ঈদরে নামায সখোনে পড়তে পারে অথবা মসজদি থেকে সরাসরি ঈদগাহে গিয়ে ঈদরে নামায আদায় করে আসতে পারে। সমাপ্ত

যদি ইতকিফ থেকে সরাসরি ঈদরে নামাযে বরে হয় তাহলে নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করে নয়ো ও পরপিটি হওয়া মুস্তাহাব। কারণ এটি ঈদরে সুন্নত। এ বিষয়টি বিস্তারতি জানতে [36442](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।